ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 40 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৯৬ ● কলকাতা ● ০৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২০ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 5

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

হল যে পরমাত্মার অস্তিত্ব অতীতকালে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

মহারাষ্ট্রের এক ধার্মিক মারাঠী পরিবারে স্বামীজীর জন্ম হয়। কিন্তু বিশেষত্ব হল এই যে ধার্মিক রীতি রেওয়াজের বাইরে তিনি আধ্যাত্মিক মার্গ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি অনুভব করলেন যে পরমাত্মার শক্তির সবথেকে নিকটের মাধ্যম হলেন সদ্গুরু। সত্য আর পরমাত্মাকে খোঁজার তীব্র ইচ্ছাই তাঁকে তাঁর আধ্যাত্মিক খোঁজের রাস্তায় নিয়ে এসেছে। তাঁর দৈনন্দিন জীবনও চলছিলই, তার সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার খোঁজও চলছিল। তিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অনেক ঘোরেন। বর্তমান কালের সদ্গুরু পাওয়ার ইচ্ছাতে আলাদা আলাদা সমাধিস্থানে গিয়ে প্রার্থনা করেন।

বাণিজ্য বিষয়ে (কমার্সে) উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত করে এক কোম্পানীতে মার্কেটিং ম্যানেজারের পদে কর্মরত থেকে তাঁর সব পার্থিব সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি একই জায়গায় নিজের মনোযোগ কেন্দ্রিত করে প্রার্থনা করেন যে বর্তমান স্বরূপের পরমাত্মা যেন তাঁর জীবনে মেলে। একবার কোম্পানীর কাজে তিনি কানপুর গিয়েছিলেন আর হঠাৎ ব্যাঙ্কের হরতাল শুরু হয়ে গেলে তিনি নেপালে পশুপতিনাথের দর্শনের জন্য কাঠমাণ্ডু যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কাঠমাণ্ডু পৌঁছানোর পরে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, কারণ সেখানে এক নেপালী ভদ্রলোক গত তিন দিন ধরে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। তিনি স্বামীজীকে তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন আর তাঁকে দূরের গ্রামে নিয়ে গেলেন। স্বামীজী সেখানে গুহার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন যখন লম্বা চুলওয়ালা এক বৃদ্ধ তপস্বী যোগী গুহার বাইরে আসেন। তিনি ছিলেন শিববাবা। তিনি স্বামীজীকে বললেন যে তিনি গত

শেখ শাহজাহানের হোটেল থেকে উদ্ধার বিপুল টাকা

নতুন দিল্লি, ১৮ জুলাই, ২০২৫

ধামাখালি : সন্দেশখালি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার। জানা গিয়েছে, ধামাখালির একটি হোটেল থেকে প্রায় ৩২ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সেই টাকার মধ্যে যেমন আসল নোট রয়েছে, তেমন রয়েছে নকল নোটও। ওই হোটেল থেকে ২জনকে আটক করা হয়েছে।জানা গিয়েছে, হোটেলের ২ নম্বর রুমে বিস্কুটের কার্টনের মধ্যে রাখা ছিল টাকা। গোপনে খবর পেয়ে ওই হোটেলে হানা দেয় পুলিশ। নির্দিষ্ট ঘরে তল্লাশি চালায় সন্দেশখালি থানার পুলিশ। ওই ঘরে ঢুকতেই বেশ কয়েকটি বিস্কুটের কার্টন নজরে আসে। সেগুলো খুলতেই পুলিশও হতবাক হয়ে যায়। থরে থরে সাজানো রয়েছে টাকা। সেই টাকা বাজেয়াপ্ত করার পর দেখা গিয়েছে, ওই নোটের মধ্যে আসলের সঙ্গে রয়েছে নকল নোটও। এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই বিপুল টাকা কীভাবে হোটেলে এল? কারা নিয়ে এসেছে। কারা যুক্ত রয়েছে এই চক্রের সঙ্গে সবটাইজানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধামাখালি ফেরি

এরপর ৬ পাতায়

২১ জুলাই এখনও চলে যায়নি, দেখুন না কী হয় : দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুক্রবার যখন মোদী বাংলা সফরে সেদিনই সবাইকে অবাক করে দিল্লিতে জে পি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে যান দিলীপ ঘোষ । পরে শোনা যায়, দিলীপ ঘোষের সাম্প্রতিক মন্তব্যে নাকি ক্ষুব্ধ দল। এমনকী ঘণ্টাখানেকের বৈঠকে দিলীপকে সমঝে দেওয়া হয়েছে তিনি যেভাবে বারবার সংবাদমাধ্যমে বেফাঁস মন্তব্য করে দলকে অস্বস্তিতে ফেলছেন, সেটা বরদাস্ত করা হবে না।এদিকে ২১ জুলাই শহীদ স্মরণ দিবস, খড়গপুরে প্রোগ্রাম। কর্মীরা আসবেন। বাংলায় প্রায় আড়াইশো কর্মী তৃণমূল হিংসার বলি। তাদের শ্রদ্ধা জানাবো। ২১ তারিখ কি এখনও চমক থাকবে? স্পষ্ট কথায় দিলীপের বক্তব্য, ২১ তারিখ তো চলে যায়নি এখনও। দেখুন না কী হয়।শুধু বলেন, 'খুব গল্প হয়েছে।' শনিবারও দিলীপ ঘোষের উদ্দেশ্যে সাংবাদিকদের প্রশ্ন, স্রেফ ১ ঘণ্টা গল্প হল? উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'প্রেসিডেন্ট যদি আমাকে গল্প করতে ডাকেন তাহলে কি করা যাবে? আমি গেলাম। গল্প করলাম। সংগঠনের বিষয়ে অনেক কথা হল। ২৬ এর ভোট, সংগঠন, প্রস্তুতি, সব নিয়ে কথা হল। উনি বললেন, রাজ্যে গিয়ে জোরদার কাজ করুন।' কোনও দায়িত্ব পেলেন কি না সে বিষয়েও কিছু বললেন না বিজেপি নেতা। কেবল জানালেন, দায়িত্ব এখনই কি করে দেবে? বৈঠক তো ইম্পর্ট্যান্ট ছিল। সর্ব ভারতীয় সভাপতি ডেকেছেন মানেই তো ইম্পর্ট্যান্ট। দলের সাংগঠনিক রদবদলও আসন্ন। সে বিষয়ে দিলীপের মত, পার্টি যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই পার্টির সবাইকে মেনে চলতে হবে। প্রতি ৩ বছর অন্তর বিজেপিতে সাংগঠনিক বদল হয়। পরিবর্তন হলে নিশ্চই সবাইকে কাজে লাগানো হবে। দায়িত্ব পেলে সেটা তো ঘোষণা করা হবে।

এর আগে দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, মোদীর সভায় থাকলে দলের অস্বস্তি বাড়বে। কিন্তু কেন? তাতে দিলীপের সাফাই, আমাকে কোথায় বসানো হবে কোথায় রাখা হবে সেটা নিয়ে অস্বস্তি হতে পারত। সেটাই বলছিলাম। আমি তাই ঠিক করলাম যাবো না। তারপর সভাপতি ডাকলেন। আমি দিল্লি চলে গেলাম।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী মঙ্গল পান্ডের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী মঙ্গল পান্ডের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। শ্রী মোদী শ্রী মঙ্গল পান্ডেকে ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো দেশের শীর্ষস্থানীয় যোদ্ধা হিসেবে প্রশংসা করেছেন।

এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন:

"মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী মঙ্গল পান্ডের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। তিনি ছিলেন দেশের এমন এক শীর্ষস্থানীয় যোদ্ধা যিনি ব্রিটিশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাঁর সাহস ও বীরত্বের কাহিনী দেশবাসীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।"

প্রথম ভারতে তৈরি জরিপ জাহাজ(এসভিএল), মালয়েশিয়ার পোর্ট ক্লাং পরিদর্শন করেছে

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই, ২০২৫

ভারতীয় নৌবাহিনীর দেশীয়ভাবে নকশাকৃত এবং নির্মিত সার্ভে ভেসেল লার্জ (এসভিএল), 'আইএনএস সন্ধ্যায়ক' জলবিদ্যায় সহযোগিতার জন্য মালয়েশিয়ার পোর্ট ক্লাং-এ তার প্রথম বন্দর পরিদর্শন করেছে, ১৬ থেকে ১৯ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত। এই সফর ভারতীয় নৌ জলবিদ্যায় (আইএনএইচডি) এবং জাতীয় জলবিদ্যায় অফিস কাঠামোর অধীনে আঞ্চলিক জলবিদ্যায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা প্রদর্শন করে।

দেশীয়ভাবে নকশাকৃত এবং নির্মিত সন্ধ্যায়ক-শ্রেণীর জলবিদ্যায় জরিপ জাহাজের মধ্যে প্রথম, 'আইএনএস সন্ধ্যায়ক', ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে কমিশন করা হয়েছিল (https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2002179)। জাহাজটির পূর্ণাঙ্গ উপকূলীয় এবং গভীর জল জরিপ ক্ষমতা, সমুদ্র সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ আর হেলিকপ্টার এবং ভাসমান হাসপাতালের কর্মসূচির মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উদ্ধার(এসএআর)/মানবিক কর্মসূচি পরিচালনা করতে সক্ষম।

ক্লাং বন্দরে জাহাজটির প্রথম সফরের লক্ষ্য হল দু'দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত বিনিময় সহজতর করা এবং জরিপ প্রযুক্তি ভাগাভাগি এবং টেকসই হাইড্রোগ্রাফিক সহায়তা কর মতো সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক জোরদার করা।

সফরের মূল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে গভীর জ্ঞান বিনিময় অধিবেশন, সরকারী অভ্যর্থনা এবং আন্তর্জাতিক সদিচ্ছা বৃদ্ধি এবং মহাসাগর (মিউচুয়াল অ্যান্ড হলিস্টিক অ্যাডভান্সমেন্ট ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ অ্যাক্রস রিজিওন্স বা পারস্পরিক এবং সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য নিরাপত্তা এবং বৃদ্ধির জন্য অঞ্চলসমূহ) দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত অনুষ্ঠান। এই সফর আঞ্চলিক সামুদ্রিক সহযোগিতার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

(১ম পাতার পর)

শেখ শাহজাহানের হোটেল থেকে উদ্ধার বিপুল টাকা

ঘাট থেকেও উদ্ধার হয়েছে ৯ কোটি টাকার জাল নোট। ওই জাল নোট নিয়ে কেনাকাটা করতে গেলে সন্দেহ হয় দোকানির। তারপরেই তাঁদের গ্রেপতার করেছে পুলিশ. এই বিপুল পরিমাণ জাল নোট কোথা থেকে এসেছে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সূত্রের খবর, যে হোটেল থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা পাওয়া গিয়েছে, সেটি আসলে শেখ শাহজাহানের।কিন্তু খাতায় কলমে সেই হোটেলের মালিক রয়েছেন বাপ্পাদিত্য মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। হোটেলটি আসলে শেখ শাহজাহানের। টাকা উদ্ধারের পর ২জনকে আটক করেছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। সন্দেশখালির হোটেল থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার দেবব্রত চক্রবর্তী ও সিরাজউদ্দিন মোল্লাকে বসিরহাট আদালতে তুলছে পুলিশ।

মোদীর সভার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলায় আসার সম্ভাবনা যোগীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের এখনও মাস নয়েক বাকি। তবে বাংলায় পথে নেমে পড়েছে শাসক ও বিরোধীরা। বাঙালি অস্মিতাকে হাতিয়ার করে পথে নেমেছে তৃণমূল। আবার ২৪ ঘণ্টা আগে বাংলায় সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়ে গিয়েছেন। এবার রাজ্যে সভা করতে আসতে পারেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।বঙ্গ বিজেপির নেতারা বলছেন, ছাব্বিশের নির্বাচনে মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও অঙ্ক কষে চলেছে। এবার পুজোর পরই ভোটের ইস্তাহার (বিজেপি বলে সংকল্পপত্র) প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে গেরুয়া শিবির। আবার বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলায় বাড়ি ভাড়া নিতে পারেন বলে সূত্রের খবর। ঘন ঘন যাতায়াত নয়। বাংলায় থেকেই

ভোটের রণনীতি তৈরি করতে চান শাহ। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, বিজেপি যে এখন থেকেই প্রচারে ঝাঁপাচ্ছে, মোদীর সভার এক সপ্তাহের মধ্যে যোগীকে প্রচারে আনার পদক্ষেপেই স্পষ্ট। আগামী ২৪ জুলাই তিনি জঙ্গলমহলে বিজেপির একটি সভায় বক্তব্য রাখতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের ঘন ঘন রাজ্যে সভা করতে দেখা গিয়েছে। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর পাশাপাশি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা একাধিক সভা করেছেন। আর ছাব্বিশের নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই পুরোদমে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে বঙ্গ বিজেপি।

রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, গতকাল দুর্গাপুর থেকে ভোটের দামামা কার্যত বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বাঙালি অস্মিতাকে হাতিয়ার করে তৃণমূল যখন পথে নেমেছে, তখন দুর্গাপুরের সভা থেকে পাল্টা মোদী বলেন, বাংলার অস্মিতা বিজেপির কাছে সুরক্ষিত। তৃণমূল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "এখানকার তৃণমূল সরকার বাংলার উন্নয়নের সামনে প্রাচীর হয়ে রয়েছে। যেদিন বাংলায় এই সরকারের পতন হবে, সেদিন থেকে উন্নয়ন নতুন গতি পাবে।"

মোদীর সভার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলায় এবার পা রাখতে পারেন যোগী। জঙ্গলমহলে সভা করার কথা তাঁর। জন সংযোগ কর্মসূচিতেও তিনি অংশ নিতে পারেন। রাজনীতির কারবারিদের একাংশ বলছেন, যোগীকে বাংলায় প্রচারে এনে হিন্দু ভোটকে একজোট করার চেষ্টা করতে পারে বিজেপি।

যৌথ উদ্যোগে হুগলি নদীতীর উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা (এসএমপি, কলকাতা) এবং টি.এন.এস লজি-পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড একসাথে ঐতিহাসিক দই ঘাটকে নতুন রূপে গড়ে তোলার যাত্রা শুরু করল। টি.এন.এস লজি-পার্ক প্রাইভেট লিমিটেডের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর)-র অংশ হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতাপত্র (মৌ) স্বাক্ষরিত হয়, যা ঘাটটির পুনরুন্নয়ন, সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

হুগলি নদীর তীরে, আদিগঙ্গার মূল ধারা যেখানে মিলিত হয়েছে, তার

এরপর ৫ পাতায়

নিউ মার্কেটে বানজারা 'নাবালক গ্যাং'য়ের নজরে বিদেশি পর্যটকরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভিক্ষা চাওয়ার নামে প্রথমে একসঙ্গে ঘিরে ধরা। তারপর পায়ে পড়ে যাওয়া। কখনও বা ধাক্কা লেগে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান করা। সব কিছুই আসলে কৌশল। এই পদ্ধতিতে কোনওমতে 'শিকার'কে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। তারপর সুযোগ বুঝে পথচারীর পকেট থেকে টাকা, মোবাইল, কখনও বা মানিব্যাগ হাতিয়ে নেওয়া। সাধারণভাবে পার্ক স্ট্রিট, শেক্সপিয়র সরণি এলাকার পথচারীদেরই টার্গেট করে তারা। তাদের দলে থাকে সাত থেকে ১৫ বছর বয়সের কিশোর ও কিশোরী। তাদের হাতে থাকে থালা। সঙ্গে থাকে দুই থেকে তিনজন যুবক বা যুবতী। এই যুবক বা যুবতীরাই চোখের ইশারায় জানিয়ে দেয়, কোন পথচারীকে টার্গেট করতে হবে। আগেই ওই কিশোর-কিশোরীদের ডেরায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী তারা ঘিরে ফেলে সেই পথচারীকে। ভিক্ষা চাওয়ার নাম করে তারা হাত, ব্যাগ বা কাপড় ধরে টানতে থাকে। পথচারী এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলে এক বা দু'জন তাঁর পায়ের উপর পড়ে যায়। তিনি তাদের সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে বাকিরা পথচারীর পকেট বা ব্যাগ থেকে টাকা, মোবাইল হাতানোর চেষ্টা করে। পথচারী চেঁচামেচি শুরু করলে তাদেরই দলের এক কিশোরী ইচ্ছা করে পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে নিজেই ফুটপাথের উপর পড়ে যায়। এরপর সে এমন ভান করে যে, তার মাথায়

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

পাটনায় খুন করে নিউটাউনে লুকনোর চেষ্টা

পাটনায় খুন করে বাংলায় লুকনোর চেষ্টা। তবে তাতে লাভ হল না কিছুই। হাসপাতালে ঢুকে গুলি কাণ্ডে পুলিশের জালে আরও ৫ জন। সূত্রের খবর, পুলিশ ও এসটিএফের যৌথ অভিযানে নিউটাউন সাপুরজি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। মোবাইল টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলেই খবর।

বিহার পুলিশের উচ্চপদস্থ এক কর্তা জানান, পাটনার সগুনা মোড় ও ভোজপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় নিহত চন্দনের গ্যাং জড়িত ছিল। চন্দন পুলিশের কাছে ওই গ্যাংয়ের দুষ্কৃতীদের সম্পর্কে খবরাখবর দিয়েছিল। সেই আক্রোশেই তাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। চন্দন বিরুদ্ধে একাধিক খুনের মামলা ছিল। এক ব্যবসায়ীকে খুনের দায়ে তার যাবজ্জীবন জেল হয়। সে বেউর জেলে ছিল। লিভারের সমস্যা হওয়ায় চন্দনকে প্যারোলে ছাড়া হয় হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা করানো জন্য। তার প্যারোলের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৮ জুলাই। ইতিমধ্যেই চন্দন মিশ্র খুনে পৃথক ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। চন্দন মিশ্রের বাবা মন্টু মিশ্রের অভিযোগের ভিত্তিতে পাটনার শাস্ত্রীনগর থানায় একটি মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। তাতে বলবন্ত, মনু এবং তৌসিফ রাজা ওরফে বাদশার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য মামলা দায়ের হয়েছে গুলিবিদ্ধ দুর্গেশের অভিযোগের ভিত্তিতে।গত বৃহস্পতিবার সকালে পারস হাসপাতালে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। সটান আইসিইউতে ঢুকে ২০৯ নম্বর কেবিনে শুয়ে থাকা কুখ্যাত দুষ্কৃতী চন্দন মিশ্রকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি ছোড়ে মূল শুটার তৌসিফ রাজা ওরফে বাদশারা। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালের বেডেই মারা যায় কুখ্যাত দুষ্কৃতী চন্দন। পুলিশের একটি সূত্রের খবর, ওই কেবিনের অ্যাটেন্ড্যান্ট দুর্গেশ কুমারের পায়েও গুলি লাগে। মূল অভিযুক্ত বাদশার চার সহকারীর নাম প্রকাশ করে পুলিশ। তারা হল- আকিব মালিক, সোনু, কালু ওরফে মুস্তাকিম এবং ভিন্ডি ওরফে বলবন্ত সিং। তারা ফুলওয়ারি শরিফ ও বক্সারের বাসিন্দা। তাদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি করে পাটনা পুলিশ। এসটিএফ ও পাটনা পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালায়।

পাটনা পুলিশ সূত্রে খবর, তৌসিফের বাড়ি ফুলওয়ারি শরিফের গুলিস্তান কলোনিতে। তবে সে আদতে বক্সারের বাসিন্দা। তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফুলওয়ারি শরিফের দুর্গা মন্দির এলাকায় চলতি বছরের রমজানের সময় একটা শুটআউটের ঘটনাতেও তার নাম জড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পাটনার একটি নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন তৌসিফ। তার মা-ও একজন শিক্ষিকা। বাবা একজন ব্যবসায়ী। তবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই অপরাধের দুনিয়ায় পা রাখে। সবসময় নিজেকে চর্চার মধ্যে রাখতে পছন্দ করে। অল্প সময়ে পরিচিত হওয়ার লক্ষ্যে অপরাধজগতকে বেছে নেয়। শুরু হয় তার অপরাধ দুনিয়ায় সফর। সুপারি নিয়ে খুন করার কাজ শুরু করে। তারপর ধীরে ধীরে নিজের একটি 'গ্যাং' বানায়। মূলত অল্পবয়সি ছেলেদের নিজের দলে নেওয়া শুরু করে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়। টাকার বিনিময়ে খুন করা, খুনের জন্য নানারকম সহযোগিতা করে সে।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

মন্দিরের মতোই, মূল বেদীটিও একটি খুব অস্বাভাবিক কনফিগারেশন নেয়: তিনটি বেদী, একটির উপরে, সিঁড়ির মতো। নীচের বেদীতে শ্রী রামকৃষ্ণের একটি মূর্তি রয়েছে, যার কাছে "গুরু" শব্দটি খোদাই করা আছে। মাঝখানের বেদীতে ইডেন গার্ডেনে অন্নদা ঠাকুরের পাওয়া আদ্য মায়ের মূর্তিটির প্রতিরূপ রয়েছে। এই মূর্তি আটটি ধাতু দিয়ে তৈরি। কাছাকাছি "জ্ঞান এবং কাজ" খোদাই করা আছে। শীর্ষস্থানীয় বেদীটি রাধা এবং কৃষ্ণের মূর্তি দ্বারা সজ্জিত, যা সমগ্র ভারতে ঐশ্বরিক দম্পতি হিসাবে পরিচিত। তারা পবিত্র শব্দাংশ ওম দ্বারা বেষ্টিত এবং তাদের পায়ে "প্রেম" শব্দটি খোদাই করা হয়েছে। এইভাবে প্রেম হল সর্বাগ্রে পুণ্য এবং ঈশ্বরের সুস্পষ্ট পথ।

কালী (আদ্য মা রূপে) এবং রাধা-কৃষ্ণের উপাসনাকে একত্রিত করে একটি একক মন্দির পাওয়া সত্যিই অস্বাভাবিক, যা সাধারণত হিন্দুদের দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা উপাসনা করা হয়।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পবিত্র হিন্দুধর্মের অনুসারীদের অন্যতম একটি দ্বিধার বিষয়বস্তু খাদ্যাভ্যাস! তিনি কী খাবার খেলে আধ্যাত্মিক কিংবা জাগতিক ভাবে উপকৃত হবেন

সুদীপ চন্দ্র হালদার, গবেষক আইনশাস্ত্রে

পবিত্র বেদে বলা হয়েছে শুদ্ধ খাদ্যাভ্যাস শুদ্ধ চেতনা বোধের সৃষ্টি করে, আর শুদ্ধ চেতনাবোধে ঈশ্বর চিন্তা নিরন্তন প্রবাহিত থাকে। গীতাতে খাবারকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন- সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক খাবার।

সাত্ত্বিক খাবার কি প্রাণিজ আমিষ বর্জিত সব খাবার? না, নিশ্চয়ই নয়।

আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে যেসব নিরামিষ/প্রাণিজ আমিষ বর্জিত খাবার খাই, এগুলো পঁচানব্বই শতাংশ রাজসিক, চার শতাংশ তামসিক এবং ব্যতিক্রম ধর্মী ভাবে এক শতাংশ সাত্ত্বিক হলেও হতে পারে!

সাধারণতও বাঙালি বৈষ্ণব সমাজে এই সব খাবারকে প্রসাদ বলার প্রচলন রয়েছে এবং এই সংস্কৃতি আজকাল শাক্ত, শৈব ও অন্যান্য মতাদর্শেও ঢুকে গিয়েছে। অর্থাৎ, চাল, ডাল কিংবা অন্যান্য ব্যঞ্জন যেগুলো ভক্তদের খাবারের জন্য তৈরি করা হয়, সেগুলো ভোগ নিবেদনের একটি প্রচলন আছে এবং নিবেদনকৃত এই খাবারকে প্রসাদ বলা হয়ে থাকে। এই প্রসাদের প্রতি সবার ধর্মীয় আবেগ রয়েছে, তেমনি আমারও রয়েছে।

তবে, বাস্তবতা হলো এই খাবার/প্রসাদ ৯৫% ক্ষেত্রে সাত্ত্বিক খাবার নয়, সাত্ত্বিক খাবার নয় এবং নিশ্চিন্ত রূপে সাত্ত্বিক খাবার নয়।

খাবারের প্রকারভেদ যেমনই হোক না কেন, সেটা পনিরের সবজি হোক কিংবা আলুর দম- সুস্বাদু করার জন্য যে পরিমান তেল, লবন, মশলা/হ্রীং ইত্যাদি

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

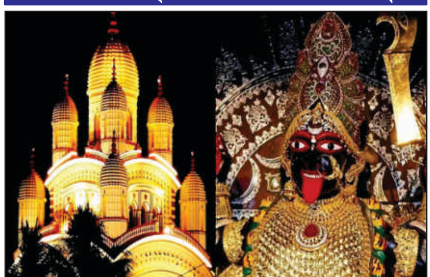

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি সংহারকালের মত ঘন সংহারী মূর্তি নিয়ে কোটিরও বেশি পাপ বিনাশ করছেন। অন্যদিকে তাঁর দেহে নানা অলঙ্কার, মুখে হাসি, দুই ডান হাতে অভয় ও বরদানের ইঙ্গিত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

যৌথ উদ্যোগে হুগলি নদীতীর উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

বিপরীতে হাওড়ার সামনে অবস্থিত দই ঘাটের নাম বাংলার 'দই' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা এই স্থানের ঐতিহাসিক দুগ্ধ বাণিজ্যের সঙ্গে সংযোগ নির্দেশ করে। একসময় এটি ছিল একটি ব্যস্ততম অবতরণ ঘাট, যেখানে হাওড়া- সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাঁচা মাটির পাত্রে দই ও অন্যান্য দ্রব্য এসে পৌঁছাত এবং একটি ছোট বাজার-ও গড়ে উঠেছিল। আদিগঙ্গার মিলনস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এটি গ্রামীণ বাংলা ও ক্রমবর্ধমান কলকাতার মধ্যে নিত্য বাণিজ্যিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

এই রূপান্তরমূলক সমঝোতা পত্রের স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এসএমপি, কলকাতার প্রধান কার্যালয়, স্ট্র্যান্ড রোডে, এক আশাব্যঞ্জক পরিবেশে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রথেন্দ্র রমন, চেয়ারম্যান, এসএমপি কলকাতা, যাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব এই পথচলাকে আলোকিত করেছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রী সম্রাট রাহী, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এসএমপি কলকাতা এবং টি.এন.এস লজি-পার্ক প্রাইভেট লিমিটেডের বিশিষ্ট প্রতিনিধি—শ্রী আর.পি. সিং (সিইও), আদিত্য রায় (সিএফও), বিশাল সিং (অপারেশনস প্রধান) এবং এসএমপি কলকাতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরা।

এর আগে এসএমপি, কলকাতা কুমোরটুলি ও নিমতলা ঘাট পুনরুন্নয়নের লক্ষ্যে আদানি গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেড এবং পিএস রিয়েলটি গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

শ্রী রমন বলেন, "এই উদ্যোগ আমাদের শহুরে উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দই ঘাট শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দিক থেকেই নয়, পুরনো কলকাতার স্থানীয় দুগ্ধ বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘাটের সংস্কার হুগলি নদীতীর উন্নয়নের এসএমপি কলকাতার বৃহত্তর প্রয়াসের এক অংশ। একটি সমাজবদ্ধ, দায়িত্ববান সংস্থা হিসেবে টি.এন.এস লজি-পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড আমাদের এই মহান উদ্যোগে যোগ দেওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।"

এই উপলক্ষে শ্রী আর.পি. সিং, সিইও, টি.এন.এস লজি-পার্ক বলেন, "ঐতিহাসিক দই ঘাটের পুনরুন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা সম্মানিত ও গর্বিত। এই ঘাট একসময় দুধ, চিনি ও লবণের বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। আমরা এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরিকাঠামোগত আধুনিকায়নের মাধ্যমে এই প্রতীকী স্থানটিকে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

এই সমঝোতার শর্তানুযায়ী, এসএমপি, কলকাতা বিদ্যুৎ, জল এবং নিরাপত্তা-সহ প্রয়োজনীয় সকল পরিকাঠামো সরবরাহ করে নির্মাণকাজের নির্বিঘ্ন অগ্রগতিতে সহায়তা করবে। প্রকল্পের সাফল্যের পর, নতুনভাবে উন্নীত ঘাটটির রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে এসএমপি কলকাতার উপর। পাশাপাশি, এসএমপি প্রয়োজনীয় সব আইনি ছাড়পত্র ও নিকাশী ব্যবস্থায়ও সহায়তা প্রদান করবে।

এই অংশীদারিত্ব সরকার ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের শক্তিকে নতুনভাবে উজ্জ্বল করে তোলে, যা আমাদের নাগরিক ঐতিহ্য রক্ষায় ও জনজীবনের মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। একই সাথে, এটি এসএমপি কলকাতার সুস্থায়ী উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকাঠামো নির্মাণের অঙ্গীকারকে পুনর্নিশ্চিত করে, যা এলাকাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি, পর্যটন ও জনসচেতনতাও বাড়াবে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৪ পাতার পর)

পবিত্র হিন্দুধর্মের অনুসারীদের অন্যতম একটি দ্বিধার বিষয়বস্তু খাদ্যাভ্যাস! তিনি কী খাবার খেলে আধ্যাত্মিক কিংবা জাগতিক ভাবে উপকৃত হবেন

ব্যবহার করা হয়, সেই খাবারটি ঘোর রাজসিক খাবারে পরিনত হয়, ক্ষেত্র বিশেষে তামসিকে পরিনত হয়!

সাত্ত্বিক খাবারে তেল, ঝাল, লবণ, মশলা নামমাত্র ব্যবহার করে তৈরি করা হয়ে থাকে এবং উৎসব-পার্বনে এই ধরনের খাবার প্রত্যাশা করাটা নিতান্ত ভুল। সাত্ত্বিক খাবার খেতে হলে বাড়িতেই তৈরি করে খেতে হবে। সাত্ত্বিক খাবার আর প্রাণিজ আমিষ বর্জিত খাবার/নিরামিষ খাবার কোন ক্রমেই এক নয়। শাস্ত্রে সাত্ত্বিক খাবার খাওয়ার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রাণিজ আমিষ থেকেও সাত্ত্বিক খাবার তৈরি করা যায়, আবার প্রাণিজ আমিষ বর্জিত উপাদান থেকেও সাত্ত্বিক খাবার তৈরি করা যায়। এটা খাবার রান্নার ওপর নির্ভর করে।

এই আলোচনার বাইরে গিয়েও আমরা যদি উচ্চতর খাবার-আদর্শ নিয়ে ভাবতে চাই, অর্থাৎ মুনি-ঋষিরা কী খেতেন? ওঁনাদের খাদ্যাভ্যাসকে সাধারণত এই তিন প্রকার খাদ্যাভ্যাসের বাইরে গিয়ে শুদ্ধ সাত্ত্বিক স্তরের খাদ্যাভ্যাস হিসেবে অভিহিত করা হয়। শুদ্ধ সাত্ত্বিক খাবারের মধ্যে আমরা কোন খাদ্যগুলো ধরতে পারি-আমরা উপকারী বিভিন্ন ফলমূল, হবিশ্যান্ন [এক জ্বালের খাবার] এগুলোকে ধরতে পারি। শুদ্ধ সাত্ত্বিক স্তরের খাদ্যাভ্যাসকারীরা সাধারণ সূর্যাস্তের পরে কোন খাবার গ্রহণ করতেন না এবং দীর্ঘায়ু লাভ করতেন।

কাজেই, প্রসাদ শব্দটির সঙ্গে যে আবেগ জড়িয়ে আছে, সেই আবেগের প্রতি পরম শ্রদ্ধা রেখেই আমাদের অধিক গুরুত্ব দিতে হবে খাদ্যগুনের দিকে-অর্থাৎ, সাত্ত্বিক খাবার গ্রহণ করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

২০১৬ সালের নির্বাচনে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ওবামার বিচার দাবি তুলসির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ নিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলার মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্রের আয়োজন করা হয়েছিল বলে দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কংগ্রেস সদস্য ও জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসি গ্যাবার্ড। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাসহ তৎকালীন প্রশাসনের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচারের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার দ্য গার্ডিয়ান-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, গ্যাবার্ড অভিযোগ করেছেন, নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে ভুয়া গোয়েন্দা তথ্য তৈরি করা হয়। তার ভাষায়, ২০১৬ সালে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা একটি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তারা আমেরিকান জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা পালনে বাধা দিতে চেয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেন, ওবামা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা একটি দীর্ঘমেয়াদি অভ্যুত্থানের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন এবং রাশিয়ার হস্তক্ষেপ নিয়ে যে গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ছিল ভুয়া এবং অবিশ্বস্ত। গ্যাবার্ডের দাবি, ওই তথ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল বিতর্কিত 'স্টিল ডজিয়ার', যা তৈরি করেছিলেন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিশ্লেষক ক্রিস্টোফার স্টিল।

তুলসি গ্যাবার্ড বলেন, এই ষড়যন্ত্রে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করা জরুরি। দেশের গণতন্ত্র, জনগণের আস্থা ও আমাদের ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে।

তিনি জানান, তার দাবির পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগে বেশ কিছু নথি জমা দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে ওবামা প্রশাসনের সময়কার সাইবার হুমকি সংক্রান্ত একটি আংশিকভাবে গোপন গোয়েন্দা মূল্যায়ন এবং তৎকালীন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক জেমস ক্ল্যাপারের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত কিছু গোপন মেমো।

গ্যাবার্ডের অভিযোগে যাদের নাম এসেছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, তৎকালীন সিআইএ পরিচালক জন ব্রেনান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুসান রাইস ও এফবিআই উপপরিচালক অ্যান্ড্রু ম্যাকাব।

উল্লেখ্য, তুলসি গ্যাবার্ডের গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সময় সবচেয়ে বিতর্কিত নিয়োগগুলোর একটি ছিল। গোয়েন্দা সংক্রান্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্যের জন্য তিনি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন।

(৩ পাতার পর)

নিউ মার্কেটে বানজারা 'নাবালক গ্যাং'য়ের নজরে বিদেশি পর্যটকরা

লেগেছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে সে। এতে পথচারী হতবাক হয়ে গেলে সেই ফাঁকেও দলের অন্যরা তাঁর জিনিস হাতানোর চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় ওই বানজারা যুবক-যুবতীরা এসেও পথচারীর সঙ্গে গোলমাল করে ওই 'অজ্ঞান' হয়ে যাওয়া কিশোরীর জন্য টাকা চায়। পুলিশের মতে, এবার তারা বিদেশিদের টার্গেট করার চেষ্টা করছে। এই অপরাধ বন্ধ করতে পার্ক স্ট্রিট, শেক্সপিয়র সরণি, নিউ মার্কেটের রাস্তাগুলিতে অতিরিক্ত নজরদারি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।এভাবে রাস্তার উপর 'শিকার' খুঁজে লুটপাট হয়েছে আগেও। কিন্তু এবার তাদের 'শিকার' খোঁজার ধরন দেখে নতুন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছে পুলিশও। কারণ, এবার পড়েছে বিদেশি পর্যটকদের নজর পড়েছে রাজ্যের বানজারা গ্যাংয়ের। শহরের আশপাশের জেলার বিভিন্ন জায়গায় ডেরা বেঁধে থাকা বানজারাদের 'নাবালক গ্যাং'কে দিয়েই বড়রা এই অপরাধ করাচ্ছে বলে অভিযোগ পুলিশের। বড়দের চোখের ইশারায় এই কিশোর-কিশোরীরা বিদেশিদের 'টার্গেট' করার চেষ্টা করছে বলে খবর এসেছে পুলিশের কাছে। বিদেশিদের কাছ থেকে বিদেশি মুদ্রা ও মূল্যবান মোবাইল হাতিয়ে নেওয়ার ছক কষছে তারা।

সম্প্রতি পার্ক স্ট্রিটে এক বিদেশি পর্যটকের কাছ থেকে এই 'মোডাস অপারেন্ডি'তে ইউরো, পাসপোর্ট হাতিয়ে নেয় বানজারাদের 'নাবালক গ্যাং।' এবার রাজ্যের অন্য জেলা বা শহরগুলিতেও এভাবে তারা দৌরাত্ম্য শুরু করেছে কিনা, সেদিকেও নজর রয়েছে পুলিশের। পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ আধিকারিকরা মধ্য কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটে তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। ফরাসি পর্যটকের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া আড়াই হাজার ইউরো ও পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়। এবার এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ওই বানজারাদের সন্ধান চলছে। পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, এই গ্যাংগুলির একটি অংশ হুগলি জেলার বিভিন্ন জায়গায় ডেরা বাঁধে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি জায়গায়ও রয়েছে তাদের আস্তানা। সাধারণত খুব সকাল বা বেশি রাতের ট্রেনেই যাতায়াত করে তারা।

সিনেমার খবর

আলিয়া ভাটের টাকা 'চুরি', গ্রেফতার সাবেক সহকারী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের কাছ থেকে কোটি টাকার বেশি প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন তাঁর প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহকারী বেদিকা প্রকাশ শেঠি। মুম্বাইয়ের জুহু থানার পুলিশ জানিয়েছে, আলিয়ার ব্যক্তিগত ও প্রযোজনা সংস্থার অ্যাকাউন্ট থেকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ করেন বেদিকা।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২২ সালের মে মাস থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে বেদিকা আলিয়ার অ্যাকাউন্ট ও তাঁর প্রোডাকশন হাউস 'ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনস'-এর অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ৭৬,৯০,৮৯২ টাকা সরিয়েছেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি, যখন আলিয়ার মা সোনি রাজদান জুহু থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

তদন্তে উঠে এসেছে, বেদিকা আলিয়াকে ভুল বুঝিয়ে একাধিক জাল বিল পেশ করতেন, যেগুলো অভিনেত্রীর ভ্রমণ বা ব্যক্তিগত খরচ বলে দেখানো হতো। আলিয়ার স্বাক্ষর নেওয়ার পর, সেই বিলের ভিত্তিতে তিনি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতেন। পরে সেই অর্থ দিয়ে নিজস্ব পেশাদার সরঞ্জাম কেনাসহ বিভিন্ন খাতে খরচ করেন এবং বাকি টাকা নিজের ও বন্ধুদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রতারণার অর্থ আত্মসাতের সময় আলিয়ার আর্থিক নথিপত্র, চেক ও ট্রানজ্যাকশনের দায়িত্ব ছিল বেদিকার কাছেই। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাসভঙ্গের এই প্রক্রিয়া চলছিল অভিনেত্রী ও তাঁর পরিবারের চোখে না পড়েই।

অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই বেদিকা গা-ঢাকা দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে তিনি রাজস্থান, পরে কর্ণাটক, পুনে ও বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান পরিবর্তন করেন। অবশেষে বেঙ্গালুরুতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জুহু থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে মুম্বই আনা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ এবং জালিয়াতির ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আলিয়া ভাট কিংবা তাঁর প্রোডাকশন হাউসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে বলিউড অঙ্গনে এই ঘটনাটি বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে এমন একজন কাছের সহকারীর দ্বারা এত বড় আর্থিক প্রতারণার ঘটনা সামনে আসায়।

আলিয়া ভাট ২০২১ সালে 'ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনস' প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু থেকেই বেদিকা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। সেই আস্থার সুযোগ নিয়েই ঘটে এ প্রতারণা।

তৃতীয় বিয়ের ইঙ্গিত, গৌরীকে নিয়ে যা বললেন আমির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাওয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ফের প্রেমে পড়েছেন বলিউড সুপারস্টার আমির খান। চলতি বছরের শুরুতে নিজের ৬০তম জন্মদিনে তিনি নতুন সঙ্গী গৌরী স্প্রাটকে গণমাধ্যমের সামনে আনেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গৌরীর সঙ্গে তার বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন এই অভিনেতা। আমির বলেন, "গৌরী ও আমি একে অপরের প্রতি সত্যিই সিরিয়াস এবং আমরা খুব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জায়গায় আছি।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা পার্টনার, একসঙ্গে আছি। বিয়ে এমন একটি বিষয়—মানে আমি মনে মনে ইতোমধ্যেই ওর সঙ্গে বিবাহিত। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করব কিনা, সেটা এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি।"

আমির জানিয়েছেন, গৌরীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নতুন নয়। ২৫ বছর আগে তারা সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, কিন্তু একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এরপর দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে ১৮ মাস আগে আবারও ডেটিং শুরু করেন। বর্তমানে গৌরী আমির খানের প্রোডাকশন হাউসে কাজ করছেন এবং তার ছয় বছরের একটি সন্তানও রয়েছে।

এর আগে আমির ১৯৮৬ সালে রীনা দত্তকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের দুই সন্তান—জুনেইদ খান ও ইরা খান। ২০০২ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এরপর তিনি ২০০৫ সালে পরিচালক কিরণ রাওকে বিয়ে করেন এবং ২০২১ সালে সেই সম্পর্কেরও ইতি ঘটে।

নতুন প্রেম নিয়ে আলোচনায় সামান্থা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সামান্থা রুথ প্রভু এবং রাজ নিদিমোরুর সম্পর্ক বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সম্প্রতি সামান্তা কিছু ছবি শেয়ার করেছেন, যা দেখে অনেকেই বলছেন, সম্ভবত সম্পর্কটিকে প্রকাশ্যে আনতে চলেছেন তারা।

ইনস্টাগ্রামে সাম্প্রতিক ভ্রমণের দারুণ দারুণ কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেছেন সামান্তা, যেখানে অভিনেত্রীকে রাজ নিদিমোরুকে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে দেখা গেছে।

সম্প্রতি টেক ২০ শিরোনামের পডকাস্টে সামান্থা রুথ প্রভুর উপস্থিতি বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সেখানে কথোপকথনে তিনি তার অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি বিষাক্ত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, 'আমি আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছি এবং আমি নিজের জন্য যে রুটিন তৈরি করেছি তাতে বেশ খুশি। আমি যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি তা হল। ফোনে কথা বলা। এখন সেসব থেকে বেড়িয়েছি। এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা যে, কাজের প্রয়োজনেই ফোনে কথা বলতে হয় বা ফোন নিয়ে সময় কাটাতে হয়।'

সামান্থা রুথ প্রভু এবং তার কথিত প্রেমিক রাজ নিদিমোরু মূলত 'সিটাডেল'র শুটিংয়ের সময় একে অপরের প্রেমে পড়েছিলেন। তাদের দুজনকেই একাধিকবার একসাথে দেখা গেছে। সবাই তাদের প্রেম নিয়ে তুমুল আলোচনা করলেও তিনি বা রাজ কেউই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি এই সম্পর্কের।

বলা প্রয়োজন, অভিনেত্রীকে শেষবার 'শুভম' ছবিতে একটি ক্যামিও চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। নবাগত হর্ষিত রেড্ডি, গভিরেডি শ্রীনিবাস, চরণ পেরি এবং আরও অনেককে নিয়ে এই ভৌতিক কমেডি সিনেমায় অভিনেত্রী নিজেই অর্থায়ন করেছিলেন।

সামান্থাকে পরবর্তীতে ওয়েব সিরিজ 'রক্ত ব্রহ্মান্ড: দ্য ব্লাডি কিংডম'-এ দেখা যাবে, যেখানে আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে তিনি অভিনয় করবেন।

রুটকে সরিয়ে টেস্ট ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ের চূড়ায় ব্রুক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এজবাস্টন টেস্টে ভারতীয়দের বিপক্ষে দারুণ পারফরম্যান্সে র‍্যাঙ্কিংয়ে চূড়ায় হ্যারি ব্রুক। স্বদেশি জো রুটকে সরিয়ে আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আবারও শীর্ষে উঠেছেন ইংল্যান্ডের এই ব্যাটার। একই ম্যাচে রানের জোয়ার বইয়ে ক্যারিয়ারে প্রথমবার সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক শুবমান গিল।

বুধবার পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে আইসিসি। এক ধাপ এগিয়ে ৮৮৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আছেন ব্রুক। দুইয়ে নেমে গেছেন রুট। আর ব্রুকের চেয়ে তিনি পিছিয়ে আছেন ১৮ পয়েন্টে। গত বছরের ডিসেম্বরে রুটকে সরিয়েই প্রথমবার শীর্ষে উঠেছিলেন ব্রুক। তবে এক সপ্তাহ পরই শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেন রুট।

এজবাস্টন টেস্টে ১৫৮ ও ২৩ রানের ইনিংস খেলে আবারও শীর্ষে উঠে এলেন ২৬ বছর বয়সী ব্রুক। ম্যাচটিতে ভালো করতে পারেননি ইংল্যান্ডের সফলতম টেস্ট ব্যাটসম্যান রুট (২২ ও ৬)।

ওই ম্যাচ ৩৩৬ রানে জিতে র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৫ ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা ষষ্ঠ স্থানে আছেন ভারতের সিরিজে সমতা ফেরানোর নায়ক গিল। গত বছরের সেপ্টেম্বরে তার আগের সেরা অবস্থান ছিল ১৪তম। ভারতের নতুন অধিনায়ক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শুরু করেন ২৩ নম্বরে থেকে।

হেডিংলিতে নেতৃত্বের অভিষেকে সেঞ্চুরির পর দ্বিতীয় টেস্টে ২৬৯ ও ১৬১ রান তোলেন গিল। ১৪৮ বছরের টেস্ট ইতিহাসে একই ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরি ও দেড়শ ছোঁয়া ইনিংস খেলা প্রথম ক্রিকেটার তিনি। একই টেস্টে ভারতের দ্বিতীয় ও বিশ্বের নবম ক্রিকেটার হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন এই ডানহাতি ব্যাটার। এছাড়া আরও অনেক কীর্তি গড়েন ২৫ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান।

গিলের মতো প্রথমবার শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছেন জেমি স্মিথ। এজবাস্টনে অপরাজিত ১৮৪ ও ৮৮ রানের ইনিংস খেলে ১৬ ধাপ এগিয়ে ঠিক দশ নম্বরে আছেন ইংল্যান্ডের কিপার-ব্যাটসম্যান।

বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এজবাস্টন টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়টিসহ ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়ে ৩৯ ধাপ এগিয়ে ৪৫ নম্বরে আছেন ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা পেসার আকাশ দিপ। ৬ ধাপ এগিয়ে ২২ নম্বরে আছেন ভারতের আরেক পেসার মোহাম্মদ সিরাজ। প্রথম ইনিংসে ৬টিসহ ম্যাচে ৭ উইকেট শিকার করেন তিনি।

বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে চূড়ায় আগের মতোই আছেন জাসপ্রিত বুমরাহ। এজবাস্টন টেস্টে এই তারকা পেসারকে বিশ্রামে রেখেছিল ভারত।

বোতাফোগোর নতুন কোচ আনচেলত্তির ছেলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিন বাবার ছায়ায় সহকারী কোচ হিসেবে কাটানোর পর এবার নিজেই হাল ধরলেন। কার্লো আনচেলত্তির ছেলে ডেভিড আনচেলত্তি প্রথমবারের মতো প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব বোতাফোগোতে।

মঙ্গলবার (৯ জুলাই) এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্লাবটি। ৩৫ বছর বয়সী ডেভিডের সঙ্গে তাদের এক বছরের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রাজিলিয়ান জায়ান্টরা।

এর আগে ডেভিড তার বাবা কার্লো আনচেলত্তির সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন ইউরোপের বায়ার্ন মিউনিখ, নাপোলি, এভারটন এবং সর্বশেষ রিয়াল মাদ্রিদে।

গত মৌসুম শেষে কার্লো আনচেলত্তি যখন রিয়াল ছেড়ে ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নেন, তখন তার সঙ্গেই ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি ছাড়েন ডেভিডও। তখন থেকেই গুঞ্জন চলছিল, শিগগিরই প্রধান কোচ হিসেবে নতুন যাত্রা শুরু করবেন তিনি।

সেই গুঞ্জন এবার বাস্তবে রূপ নিল। নতুন মিশনের সূচনা হলো বোতাফোগোতে।

ক্লাবটি সদ্যই ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে পিএসজির বিপক্ষে চমক দেখিয়ে জয় পেয়েছিল। যদিও পরে বিদায় নিতে হয় তাদের। এরপরই কোচ হেনাতো পাইভাকে বরখাস্ত করা হয়। দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র চার মাসেই ছাঁটাই হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই পর্তুগিজ কোচ।

বর্তমানে ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে বোতাফোগো ১১ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে।

১৮ বছর পর ঘরে ফেরা, কান্নায় ভাসলেন ডি মারিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ১৮ বছর পর শৈশবের ক্লাব রোসারিও সেন্ট্রাল-এ ফিরে আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তি অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া।

১৯৯২ সালে মাত্র চার বছর বয়সে রোসারিও সেন্ট্রালের একাডেমিতে পা রাখেন ডি মারিয়া। এরপর ২০০৫ সালে ক্লাবটির সিনিয়র দলে অভিষেক হয় তার। এখান থেকেই ইউরোপীয় যাত্রা শুরু। প্রথমে বেনফিকা, পরে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, পিএসজি, জুভেন্টাস হয়ে আবার বেনফিকায় ফিরেছিলেন তিনি। আর এবার ৩৭ বছর বয়সে, নিজের ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে ফিরে এলেন নিজের শৈশবের ঠিকানায়।

শৈশবের প্রথম ক্লাব রোসারিও সেন্ট্রালে যোগ দিলেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ডি মারিয়া।

ফ্রি ট্রান্সফারে ফিরলেন ঘরে বেশ কয়েক বছর ইউরোপ মাতানোর পর বেনফিকার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষে ফ্রি ট্রান্সফারে রোসারিও সেন্ট্রালে যোগ দিলেন 'এল ফিদেও'। ক্লাব বিশ্বকাপ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্জেন্টিনায় পৌঁছালে তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে রোসারিওর সমর্থকরা। ক্লাবের পরিচিতি অনুষ্ঠানে নতুন জার্সি হাতে নিয়ে আবেগে ভেসে যান ডি মারিয়া, দৃশ্যতই কান্না ধরে

রাখতে পারেননি।

ক্লাব পরিবর্তনের পর জাতীয় দলের সতীর্থ লিওনেল মেসির সঙ্গে কথোপকথনের কথাও তুলে ধরেছেন ডি মারিয়া। সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান,"আমি লিও ও জাতীয় দলের আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা আমার খুব কাছের মানুষ, বন্ধু নয় ভাইয়ের মতো। যখন গত বছর এখানে আসিনি, তখনও তারা আমাকে সমর্থন দিয়েছিল। এবার যখন ফিরলাম, লিও আমাকে লিখেছে, 'আরও কিছুদিন চালিয়ে যাও।' সে আমার স্বপ্নটা জানত। আমাকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছে।"

রোসারিও সেন্ট্রালে ডি মারিয়ার প্রথম অধ্যায় ছিল ১৩ বছরের। সিনিয়র দলে দুই বছর খেলে ৩৯ ম্যাচে ৬ গোল ও ২টি অ্যাসিস্ট করেছিলেন। এরপর ইউরোপে পা রেখে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ, কোপা আমেরিকা, ফ্রেঞ্চ লিগ, বিশ্বকাপ সহ আরও অনেক কিছু।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR